ক্লাস ফ্রেন্ড

মূল রচনা ঃ কীর্তন দাস

ক্লাস ফ্রেন্ড
মূল রচনা ঃ কীর্তন দাস
অনুবাদ ঃ আশিস ভট্টাচার্য

- দাঁড়িয়ে আছেন কেন? এই সিটটায় বসে পড়ুন না।
পিছনে তাকিয়ে দেখলাম এক মহিলা মুচকি হেসে আমাকেই বলছে। মহিলাটির পাশে একটা সিট খালি আছে। মহিলাটি সুন্দরী, তন্বী, যুবতী, বেশভূষা পরিপাটি ও প্রসাধনেও বেশ গাম্ভীর্য। সব মিলিয়ে আধুনিকতার ছাপ আছে। মহিলাটির কোলে একটি ছোট্ট মেয়ে।
মহিলাটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাশের সিটে সতর্কতার সাথে বসলাম। মহিলাটি ও আমার মাঝখানে কিছু জায়গা ছেড়ে আমি বসলাম। যাতে মহিলাটির শরীরের কোনো ছোঁয়া না লাগে। রাস্তা খারাপ হওয়ায় বাস ভীষণ দোল খাচ্ছে। মহিলাটি একটু সরে গিয়ে বললেন, 'জায়গা খালি আছে, একটু সরে এসে বসুন না'!
আশ্চর্য লাগলো। সাধারণতঃ মেয়েরা নিজেদের সিটের কাছে কোনো অপরিচিত পুষযাত্রীকে বসার সুযোগ দিতে কুণ্ঠাবোধ করে। যদি কোন অল্প জায়গা থাকা মহিলাদের সিটে কোনো পুষ যাত্রী বসার চেষ্টা করে তাহলে সাধারণতঃ মেয়েরা বিরক্ত বোধ করে। কিন্তু এই মহিলাতো ব্যতিক্রম! কোলের মেয়েটি বেশ চটপট কথা বলছে। ভালই লাগছে। আমি বাচ্চা মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম - তোমার নাম কি? মেয়েটি মহিলাটির মুখের দিকে তাকাল। মহিলাটি হেসে বললো - আঙ্কেল তোমার নাম জিজ্ঞেস করছে, বলে দাও। 'লুসি' - বাচ্চাটি উত্তর দিল। ওর কণ্ঠস্বর যেন পাখির সুরের মত।
মেয়েটিকে কোলে চেপে ধরে মহিলাটি আমাকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলো - আচ্ছা, আমার যদি ভুল না হয়, আপনার নাম সৌরভ দাস না?
মহিলাটির মুখে নিজের নাম শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বললাম - হ্যাঁ আমার দিকে না তাকিয়ে মহিলাটি আবার জিজ্ঞেস করলো - আপনি কোথায় যাচ্ছেন? - জল্পেশ। আমি সংক্ষেপে উত্তর দিলাম। আমি ভাবছি, মেয়েটা আমার নাম জানলো কি করে? পুরনো স্মৃতির এ্যলবাম উল্টোতে শু করলাম। না মনে পড়ছে না তো।
মহিলাটির এর পরের প্রশ্নটি আমার কাছে আরও অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াল। বলল - তুমি আমাকে চিনতে পারছো না সৌরভ? এতক্ষণে মহিলাটি আমাকে 'আপনি' থেকে 'তুমি' সম্বোধন করে ফেলল। পরিচয় না থাকলে তো তুমি সম্বোধন করা সাহস পেত না! আমি দেখলাম মহিলাটি আমার দিকে কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টি রেখে হাসছে।
মহিলাটি আবার হাসতে হাসতে বলল - মনে করার চেষ্টা করো তো। তুমি নিশ্চয়ই আমাকে চিনতে পারবে। কিন্তু না। একটা বড্ড অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়লাম। এরকম সাবলীলভাবে যে নিজের লোকের মত কথা বলছে, অথচ আমি তাকে চিনতে পারছি না! ওকি আমার বন্ধু! আত্মীয়! কে হতে পারে? নানারকম ভাবে মনে করার চেষ্টা করছি। আবার মহিলাটি জিজ্ঞেস করল - এখন কি করছো - 'উপেন্দ্রনাথ কলেজে অধ্যাপনা করছি।'
- বাণিজ্য বিভাগে?
আশ্চর্য! মহিলাটি আমার সম্বন্ধেএও জানে, অথচ আমি তাকে আদৌ চিনতে পারছি না?
এবার আমিই সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম - আপনার নামটা আমার মনে আসছে না। দয়া করে আপনার নামটা বলবেন?
মহিলাটি আরও বন্ধুত্বপূর্ণ ঢঙে বলল - তোমাকে আমি 'তুমি' বলে সম্বোধন করছি আর তুমি আমাকে 'আপনি' বলছো? অধ্যাপক হয়ে গেছো বলে কি ভদ্রতা রক্ষা করছো? বেশ মজা পাচ্ছি তোমার কথা শুনে, ভদ্রতা দেখে। আচ্ছা, এখনও কি কলেজের মেয়েদের টিজ্ করো নাকি?
হতভম্ব হয়ে গেলাম। আশ-পাশের লোক শুনলে কি ভাববে! আর যাই হোক, আমি তো একজন অধ্যাপক। এরকম প্রশ্ন মহিলাটির মাথায় এলো কি করে? আমি ওর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললাম - মানে?
ধীরে বললাম - পড়ার আর পড়াবার বয়সের সময় স্থান, কাল,পাত্র বিশেষে মানুষের কি পরিবর্তন হয় না? কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনতে পারলাম না।
চারিদিকে বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী অভিভাবক - অভিভাবিকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই বাসের মধ্যেও যে কেউ নেই তাই বা কে বলতে পারে? স্বাভাবিকভাবেই খুব অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম।
আমার নাম প্রীতি কানুনগো। এবার চিনতে পারলোন?
অল্প হেসে বললাম - হ্যাঁ, মনে পড়ল। কিন্তু ভদ্রক কলেজের সহপাঠিনী প্রীতি এবং এই প্রীতির মধে এতই তফাৎ যে চেনা খুবই মুশকিল।
- কি তফাৎ দেখছো?
- তোমার স্বাস্থ্য তখন অনেক ভালো ছিল।
আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে প্রীতি বলল- হ্যাঁ, হাতির মত ছিলাম তাই তো? সালোয়ার কামিজ পরতাম, মুখ গম্ভীর করে হেলে দুলে হাঁটতাম। প্রায় দিন সন্ধ্যায় নদীর ধারে প্রশান্তর সঙ্গে ঘুরতাম। এগুলোও বলো?
বাসের মধ্যে এমন সাবলীলভাবে ব্যক্তিগত কথাগুলো প্রীতি বলে যাচ্ছিল দেখে আমি আশ্চর্য হচ্ছিলাম। ওর মনের মধ্যে কলেজ জীবনের স্মৃতি যে জুলজুল করছে তা অতি সহজেই অনুমান করতে পারলাম। এমনকি ও সেই ঘটনাগুলো বাসভর্তি লোককে পরোয়া না করেই সবার সামনে বলে ফেলতে পারে ভেবে শঙ্কিত হচ্ছিলাম। অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞেস করলাম - প্রশান্ত এখন কোথায়?

প্রীতির উত্তরে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, ও বলল -তুমি তোমার বন্ধুর খবর রাখোনা? অমি কি করে জানবো প্রশান্ত কোথায় আছে? কী করছে? আমি তো এখন চিনের বর্ডারে আছি। - একটু থেমে বলল - তুমি কি ভাবছো আমি প্রশান্তকে বিয়ে করেছি? না তোমাদের মত ছেলেদেরকে নিয়ে কলেজ লাইফে একটু - আধটু প্রেম - প্রেম খেলা করা যায়, কিন্তু বিয়ে করে ঘর সংসার করা যায় না।

দুজনেই হেসে উঠলাম। প্রীতির কথাবার্তা থেকে আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে কলেজ জীবনের স্মৃতি নিয়ে ওর কোন প্রতিক্রিয়াই নেই। ওর স্পষ্টবাদিতা ও অন্তরঙ্গতা আমাকে মুগ্ধ করল। বললাম - একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, সত্যি বলবে? আচ্ছা, কলেজ লাইফে ছেলেরা যখন মেয়েদেরকে টোন্টিং করে তখন মেয়েদের মনে কী রকম প্রতিক্রিয়া হয়? ছেলেদের নিশ্চয় মনে মনে খুব গালাগাল দাও?

ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা হাসিতে প্রীতি বলল - আরে সৌরভ, তোমাদের ধারণা বুঝি শুধু ছেলেরাই মেয়েদেরকে টিজ করে। মেয়েরা লজ্জাশীলা হলেও তারা ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি টিজ করে, যেটা তোমরা বুঝতে পারো না। পারলে তোমরা সহ্যই করতে পারতে না। সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝে ছেলেরা খোলা জায়গায় মেয়েদের টোন্টিং করে। আর মেয়েরা কলেজের কমনরুমে অথবা নিজেদের মধ্যে ছেলেদের নিয়ে অনেক অশালীন আলোচনা করে। প্রীতির কথা শুনে আশ্চর্য লাগল। প্রীতিআবার বলল - তোমরা ভাবো তোমাদের টোন্টিং শুনে আমরা বিরক্ত হই বা লজ্জা পাই। কিন্তু আমরা ওপরে ওপরে বিরক্তবোধ বা রাগ করার অভিনয় করলেও তোমাদের এসব খুবই উপভোগ করি আর খুব মজাও পাই। এই যেমন তুমি। সকালবেলা মেসের কাছে লুকিয়ে থাকতে। আমি তোমাদের মেসের কাছাকাছি আসামাত্র তুমি আমার পিছু নিয়ে আমাকে উদ্দেশ্য করে গান গাইতে। একজন বাণিজ্য বিভাগে পড়া ছাত্রের ঐ সমস্ত রসের গানগুলো এখনও মনে আছে সৌরভ?

আমি খুব লজ্জা পেলাম, যে রকম নিঃসংকোচে ও পুরনো দিনের কথাগুলো বলছিল তাতে এই নতুন রাস্তায় পুরনো সহপাঠিনীর মুখে পুরনো স্মৃতি রোমন্থনে বেশ ভালই লাগছিল।

- তুমি এখন কোথায় যাচ্ছো?- জিজ্ঞেস করল প্রীতি।

- একজন বন্ধুর কাছে বেড়াতে। বন্ধুটি এখন জল্পেরে তহবিলদারের পোস্টে চাকরী করছেন। আগে জাসপুরে ছিলেন। একরকম আত্মীয়ই বলতে পারো। অনেকবার যাবার জন্য অনুরোধ করেছেন। আজ ছুটি, তাছাড়া হাতে সময়ও আছে তাই ভাবলাম ওখান থেকেই একটু ঘুরে আসি। তা, তোমার খবর কি?

প্রীতি হাসল ও বলল - তুমি এখন নিশ্চয়ই ভাবছো আমি প্রশান্তকে বিয়ে করেছি। বি.এস.সি. পাশ করার পর আমার বিয়ে হয়ে গেল। তুমি আমার মিস্টারকে চেনো। আমরা যখন কলেজে পড়তাম তখন দীপক দাস বলে একজন ইংরাজির প্রফেসর ঐ কলেজে নতুন জয়েন করেছিলেন মনে আছে? আমাদের সেই ডি.ডি. স্যারই আমার মিস্টার। বিয়ের পর ওনার পোস্টিং হল নেহুরে। অণাচলপ্রদেশের একেবারে চিনের সীমান্তে।

- তাহলে তুমি একজন অধ্যাপককেই বিয়ে করেছো। অথচ কিছুক্ষণ আগেই বলছিলে ' তোমাদের নিয়ে' অর্থাৎ অধ্যাপকদের বিয়ে করে ঘর সংসার করা যায় না। বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে এই লঘু মন্তব্যের উত্তরে প্রীতি বলল - আরে বাবা আজকে না হয় তিনি অধ্যাপক হয়েছেন। কিন্তু কলেজে পড়ার সময় তো তিনি ছিলেন বেশ রগুড়ে। কলেজে সব ছেলেরাইতো নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অন্ধকারে থাকে।

প্রীতির সঙ্গে কথা বলতে খুবই ভাল লাগছিল। বললাম - আচ্ছা এখনতো তুমি একজন অধ্যাপকের স্ত্রী। কলেজেই হোক আর বিশ্ববিদ্যালয়েই হোক, অনেক ছেলেমেয়েদেরই তো দেখছো। বলতে পারো এখনকার সময় আর আমাদের সময়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে পার্থক্য কী? বিশেষ করে হাল্কা চটুল রসিকতার ব্যাপারে?

কিছুক্ষণ গম্ভীর থেকে প্রীতি বলল- সত্যি সৌরভ, আমাদের সময়ে কথাবার্তায় একটা চিবোধ ও শালীনতাবোধ ছিল। কথাবার্তায় অশ্লীলতা ছিল না। আজকাল আর ওটা প্রায় নেই বললেই চলে। সব যেন কেমন খোলামেলা হয়ে গেছে। সমাজটা দিনকেদিন যেন নেকেড্ হয়ে যাচ্ছে। দুটো সময়েই লক্ষ্য এক। কিন্তু প্রকাশের ভঙ্গী আলাদা। আজকাল বাক্ সংযমের খুব অভাব। যে যা পারল বলে দিল। আমাদের সময়ে কথাবার্তায়, চাল-চলনে একটা চিবোধ প্রকাশ পেত। তুমি যখন আমার সঙ্গে রসিকতা করতে, তাতে কী শালীনতার অভাব ছিল? তুমি আমাকে উপেন্দ্র ভঞ্জের গান গেয়ে শোনাতে। এখনও আমার মনে আছে তোমার গাওয়া গানগুলো। আমি আর দীপক এই সব নিয়ে হাসাহাসি করি। কিন্তু আজকাল ছেলের চটুল মন্তব্যে মেয়েরা রোমাঞ্চিত হয় না, বরং বিরক্ত হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রেও তাই। পোশাক, চালচলন সবেতেই সংযমহীনতা। সত্যি সৌরভ, আজকাল মেয়েরা যেন বড় বেশী উগ্র হয়ে যাচ্ছে। নারী হোক বা পুষ হোক, উগ্রতা কি সৌন্দর্য প্রকাশ করে? আমাদের সময় সমাজটা এত নগ্ন ছিলনা।

আমার গন্তব্যস্থল এসে যাচ্ছিল। জল্পের বাজারের মধ্যে বাস ঢুকছে। আমি উঠে দাঁড়ালাম। লুসিকে একটু আদর করে প্রীতিকে বললাম - আবার দেখা হবে।

প্রীতি লুসিকে বলল - আঙ্কেল নেমে যাচ্ছে। টা-টা করে দাও। ছোট ছোট হাতগুলো নেড়ে লুসি বলল - তা-তা। প্রীতি আমাকে অণাচলে বেড়াতে যাবার জন্য আন্তরিক ভাবে আমন্ত্রণ জানাল। আমি বললাম - নিশ্চয়ই যাবো। অনেক কথা আছে।

বাস ছেড়ে দিল। আমি শেষবারের মত হাত নাড়িয়ে প্রীতি ও লুসিকে বিদায় জানালাম। চোখের সামনে বাসটা ধূলো উড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রীতির কাছ থেকে আরও কিছু জানার ছিল। বিশেষত তাপসীর কথা । তাপসী বিয়ে করেছে কিনা। কোথায় আছে এখন! আজও তাপসী আমার মন - পণ জুড়ে আছে। কিন্তু তাড়াহুড়োতে প্রীতির অণাচলের ঠিকানাটাই নেওয়া হল না।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com